মাঠে - ময়দানে

জয়ী বোটাফোগো

ব্রাজিলিয় সিরি এ'র ম্যাচে ২-১ গোলে চাপোকোয়েন্সকে হারাল বোটাফোগো।

হার সাও পাওলোর

ব্রাজিলিয় সিরি এ'র ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মোনিহিরোর কাছে ১-০ গোলে হার সাও পাওলোর।

নিউজিল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারাল মালি

স্টাফ রিপোর্টার: প্রথম ম্যাচে হারলেও শেষ দুটি ম্যাচে জয় পেল মালি। আর এই জয়ের ফলে অনূর্ধ্ব ১৭ যুব বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার পাসপোর্ট সংগ্রহ করল মালি। লক্ষ্মীবারে গ্রুপের শেষ ম্যাচে মালি সহজেই ৩-১ গোলে হারাল নিউজিল্যান্ডকে। ম্যাচের ১৮ মিনিটে সালাম জেদ্দু গোল করে এগিয়ে দেয় মালিকে। ৫০ মিনিটে ট্রাওরে গোল করে ব্যবধান বাড়ায়। দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি নিউজিল্যান্ড। এরের পর এক আক্রমণ করে মালি ডিফেন্ডারদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে কিউয়ি ফুটবলাররা। ম্যাচের ৭২ মিনিটে স্পাগ গোল করে ব্যবধান কমালেও হার বাঁচাতে পারেনি। কারণ ৮২ মিনিটে মালির হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন এনডিআই।

প্যারাগুয়ের কাছে হার তুর্কির

স্টাফ রিপোর্টার: যুব বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল প্যারাগুয়ে। বৃহস্পতিবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে তারা সহজেই ৩-১ গোলে হারাল তুরস্ককে। ম্যাচের প্রথমার্ধে প্যারাগুয়ে এগিয়ে ছিল ২-০ গোলে। ৪১ মিনিটে গোল করে প্যারাগুয়েকে এগিয়ে দেয় বোগাজো। ৪৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান কার্তোজো। প্যারাগুয়ের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন গালিয়ানো। ম্যাচের বয়স তখন ৬১ মিনিট। ইনজুরি টাইমে তুরস্কর হয়ে গোল করে ব্যবধান কমায় করিম। গ্রুপের তিনটি ম্যাচে জয় পেয়ে ৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে গ্রুপ শীর্ষে থেকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করল প্যারাগুয়ে। তুরস্কর বিরুদ্ধে সারা ম্যাচে প্রাধান্য ছিল প্যারাগুয়ের।

সিরিজ নির্ধারণ ম্যাচে দু'দলেরই লক্ষ্য জয়

হায়দরাবাদ, ১২ অক্টোবর: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে জয় পেয়েছে ভারত। একদিনের সিরিজের পর এবার লড়াই টি-২০ সিরিজের। টি-২০ তিন ম্যাচের সিরিজে আপাতত দু'দলই একটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে। রাঁচির মাটিতে প্রথম টি-২০ ম্যাচে ডার্কলুইস পদ্ধতিতে ৯ উইকেটে জয় পায় বিরাট কোহলির ভারত। প্রথম ম্যাচে হারের বদলা গুয়াহাটিতে নিয়েছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ারা। ফলে আজ হায়দরাবাদের মাঠে দু'দলের কাছে ম্যাচটি হল সিরিজ দখলের লড়াই। টেস্ট সিরিজ শুরু হওয়ার আগে অজিদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ দখল করাই লক্ষ্য ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির। রাঁচির মাঠে জয়ের পর গুয়াহাটির মাটিতে ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য হারতে হলেও তা এখন অতীত। বরং টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে হায়দরাবাদের মাটিতে সিরিজের শেষ ম্যাচে জয় পাওয়াই লক্ষ্য ভারতের। এক সময় অস্ট্রেলিয়ার সামনে পড়লে কেঁপে উঠত ভারতীয় দল। কিন্তু এখন আর সে সব দিন নেই। বরং ক্রিকেটের দুনিয়ার এখন পুরোপুরি বিপরীত ছবি দেখা যাচ্ছে। ভারতের সামনে পড়লেই ব্যাকফুটে পড়ে যাচ্ছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এক সময় বিশ্ব ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া যে ভূমিকা পালন করত এখন সেই ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে ভারতকে।

ওপেনার শিখর ধাওয়ান বলছেন, বর্তমানে অনেক দলই আছে, যাদের মধ্যে খুব বেশি তফাৎ নেই। তাই অস্ট্রেলিয়া আগে যা করেছে, এখন যদি আমরা তেমনই সাফল্য ছিনিয়ে নিতে পারি তা হলে ব্যাপারটা দারুণ হয়। ধাওয়ান তৃপ্ত আরও একটা কথা ভেবে দলের তরুণ ক্রিকেটাররা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরিণত হয়ে উঠেছেন। তাঁর কথায়, আমাদের দলটা এখন সত্যিই খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এমনকী রিজার্ভ বেঞ্চও যথেষ্ট শক্তিশালী। তরুণ ক্রিকেটাররা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন সুযোগ পেলেই। আইপিএলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলে ভারতীয় তরুণ ক্রিকেটারদের খেলার বেশ উন্নতি হয়েছে। আজ সিরিজ নির্ধারণ ম্যাচে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি তাকিয়ে রয়েছেন শিখর ধাওয়ান ও রোহিত শর্মা এবং স্পিনার কুলদীপ যাদব ও যজুবেন্দ্র চহালের দিকে। অন্যদিকে স্টিভ স্মিথ ছাড়া অস্ট্রেলিয় দল একদিনের সিরিজ হারলেও টি-২০ সিরিজ জয়ই লক্ষ্য।

অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ দল চালনার দায়িত্ব এখন ডেভিড ওয়ার্নারের হাতে। তাঁর ভরসা আগের ম্যাচের নায়ক হেনরিকসের উপর। আগের ম্যাচে পরপর ওয়ার্নার ও ফিঞ্চ চলে যাওয়ার পর প্রায় একহাতে ম্যাচের রাশ ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যান তিনি। তাকে যোগ্য সঙ্গত দেন ট্রাভিস হেড। প্রথম ম্যাচে হার মানলেও দ্বিতীয় ম্যাচে দল বদলায়নি সফরতর দলটি। এদিকে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচের পর অস্ট্রেলিয়া টিম বাসে হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন অশ্বিন।

সম্ভাব্য ভারতীয় দল- শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), কেদার যাদব, মণীশ পাণ্ডে, মহেন্দ্র সিং ধোনি (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পান্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদব, যজুবেন্দ্র চহাল, যশপ্রীত বুমরাহ।

সম্ভাব্য অস্ট্রেলিয়া দল- ডেভিড ওয়ার্নার (অধিনায়ক), অ্যারন ফিঞ্চ, ম্যাট হেনরিকস, ট্রাভিস হেড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোইনিস, টিম পেন, নাথান কুইল্টার নাইল, অ্যান্ড্রু টাই, আডাম জাম্পা, জেসন বেহেরেনডোরফ।

যুব বিশ্বকাপে নাইজারকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিকই লক্ষ্য ব্রাজিলের

গোয়া, ১২ অক্টোবর: যুব বিশ্বকাপের প্রথম দুটি ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ব্রাজিল।

আজ গোয়ার মাটিতে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ নাইজার। ধারে ভারে নাইজারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ব্রাজিল। প্রথম দুটি ম্যাচে জয়ের পর ব্রাজিলের লক্ষ্য নাইজারকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করা। আসলে নাইজারকে হারাতে পারলে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে অনেকখানি আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামতে পারবে ব্রাজিল। এবারের যুব বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ভরসা ভিনিসিয়াস হলেও দলের সঙ্গে আসেনি। তাই অনূর্ধ্ব ১৭ যুব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হতে ব্রাজিল কোচ কার্লোস আমাদিউর ভরসা লিঙ্কন, অ্যালান, পাউলিনহো। নাইজারের বিরুদ্ধে নামার আগে ব্রাজিল কোচ বেশি জোর দিলেন ফুটবলারদের পজিশনে। উদ্দেশ্য নাইজারের সম্ভাব্য আলট্রা ডিফেন্সিভ স্ট্র্যাটেজিকে ছুড়ে ফেলা। নাইজার ম্যাচের আগের দিন ওয়ার্ম আপের পরই হাজির দল সাংবাদিকদের কোনওরকম ছবি তুলতে বারণ করা হল সেই

বিশেষ অনুশীলনের। প্রায় ঘন্টাখানেক সেটাই করল। ফরোয়ার্ড এবং তাদের আটকাতে চাওয়া ডিফেন্ডারদের পজিশনিং দেখাচ্ছিলেন কোচ কার্লোস আমাদিউ। নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াতে বলছেন ফুটবলারদের। তারপর তাদের অনেকক্ষণ ধরে বোঝাচ্ছেন। এই সময়েই দূরে পাউলিনহোকে দেখা গেল, অনেকক্ষণ পায়ে বল না পেয়ে অধৈর্য। যখন অন্যদের বোঝানো চলছে, কয়েকবার অদূশ্য বলেই নানা কায়দায় শট নিলেন। ধৈর্য ধরে রাখবেন কী করে? নিজেকে বড় মঞ্চে প্রমাণিত করার চেয়ে ভাল সুযোগ আর কোথায় পাবেন। গত বছর গোয়ায় ব্রিকস ফুটবলে এই দলের অনেকের সঙ্গে পাউলিনহোও এসেছিল ব্রাজিলের হয়ে খেলতে। কিন্তু নজর কেড়েছিল সর্বোচ্চ গোলদাতা ভিনিসিয়াস জুনিয়রের দিকে। ফ্লামেঙ্গো ক্লাবের চুক্তিতে ভিলিসিয়াস না আসায় সবচেয়ে বড় সুযোগ পাউলিনহো-লিঙ্কন, ব্রেনেরর কাছে। ব্রেনেরর এই দলে খেলার সুযোগ হতই না যদি ভিলিসিয়াস ভারতে আসত। এখন দেখার এই ত্রয়ীর ওপর ভরসা করেই ব্রাজিল যুব বিশ্বকাপে জয়ের হ্যাটট্রিক করে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে পারে কি না।

সমালোচনার মোক্ষম জবাব মেসির

লন্ডন, ১২ অক্টোবর: এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। হ্যাঁ, এই কথাটা আর মেসি যেন একেবারে সমার্থক শব্দ। কারণটা আর কিছুই নয়। রাশিয়া বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে সরাসরি জয় ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা ছিল না আর্জেন্টিনার কাছে। আর আর্জেন্টিনা শিবির তাকিয়ে ছিল অধিনায়ক মেসির দিকে। শেষ পর্যন্ত এলএমটেনের কাঁধে ভর করেই রাশিয়া বিশ্বকাপের পাসপোর্ট সংগ্রহ করল আর্জেন্টিনা। ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠল আর্জেন্টিনা। সৌজন্যে অবশ্যই মেসি। মরণ-বাঁচন লড়াইয়ে মেসি শুধু হ্যাটট্রিকই করলেন না, ইকুয়েডের ফুটবলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করলেন। সারা ম্যাচে মেসিকে আটকানোর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না ইকুয়েডরের ফুটবলারদের। মেসির যোগ্য সঙ্গত দিলেন অ্যাঞ্জোলো ডি'মারিয়া। আসলে মেসি এমনই ফুটবলার যিনি কখনও সমালোচনা মেনে নিতে পারেন না। রাশিয়া বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে কিনা তা নিয়ে যখন সমালোচনার ঝড় উঠেছিল চারিদিকে, তখন বারাবার সমালোচনার তিরে বিদ্ধ হতে হয়েছিল মেসিকেও শেষ পর্যন্ত মেসি ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে সমালোচকদের উপযুক্ত জবাব দিলেন। মেসি ম্যাজিকে আর্জেন্টিনা যেমন রাশিয়া বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল, ঠিক তেমনই এলএমটেন নিজেকে ফের একবার প্রমাণ করলেন এখনও এই প্রশ্নের তিনিই সেরা।

গুরুতর অসুস্থ হয়ে দিন কাটাচ্ছেন প্রাক্তন ফুটবলার শুভাশিস

স্টাফ রিপোর্টার: শুভাশীস গুহ। আজকের প্রজন্ম তাকে চেনে না। কিন্তু ফুটবল মাঠে মোহনবাগানের ক্লাবের খেলার পাশাপাশি বাংলা তথা দেশের জার্সি গায়ে অনেক ঘাম ঝরিয়েছেন তিনি। পেয়েছেন সাফল্য, কিন্তু স্বীকৃতি হিসেবে জোটেনি কোনও পুরস্কার। এহেন মানুষটি আজ অসুস্থ অবস্থায় গোলপার্কের কাছে নিজের বাড়িতে একা দিন কাটাচ্ছেন। ফুটবল ছিল একসময় শুভাশীশ গুহর ধ্যানজ্ঞান। মোহনবাগান ক্লাবে ওর অবদান ভোলার নয়। এমনকী বাংলা তথা ভারতীয় ডিফেন্সেও তিনি নির্ভরতা দিয়েছেন বহুবার। সেই দাপুটে ডিফেন্ডারকে খোঁজ এখন আর কেউ করেন না। চার দেওয়াল একরাশ নস্টালজিয়া আনেকটা একাকীত্ব আর কখনও বা স্বেচ্ছা নির্বাসন। কিছু স্মৃতি কিছু কথা জাপটে ধরা অসুস্থতা আর তা মাঝেই কেটে যায় অলস দিন। এই সব নিয়েই এখনকার শুভাশীস গুহ। বাংলার ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তি। ঘরে রয়েছে কয়েকটি ট্রফি, কিছু খেলার ছবি। বাকি সবাই আজ অতীত। সব দূরে, সবাই দূরে। কাছে বলতে ওই টুকরো স্মৃতি। যে ক্যানভাসে আজ বড়ই একা শুভাশীস। অথচ এক সময় তাকে দলে নেওয়ার জন্য বড় ক্লাবের কর্তাদের মধ্যে ছিল ব্যস্ততা। ৫২ সালে কালীঘাট ক্লাবের হয়ে ময়দানে আত্মপ্রকাশ। ৫৩ এবং ৫৪ সালে বিএনআর ক্লাবে খেলার পর ৫৫ সালে মোহনবাগান জার্সি গায়ে মাঠে নামা। সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে বহু নামী-দামী স্ট্রাইকারকে রুখে দিয়ে প্রিয় ক্লাবকে এনে দিয়েছেন বহু ট্রফি। এমনকী বাংলোকে সন্তোষ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা ছিল তার। সেই শুভাশীস গুহ এখন দিন কাটাচ্ছেন গোলপার্কের কাছে পূর্ণচন্দ্র দাস রোডের বাড়িতে। কয়েক বছর আগে স্ত্রী মারা গিয়েছেন, হারিয়েছেন তাঁর একমাত্র ছেলেকেও। একমাত্র মেয়ে সে থাকে লন্ডনে। তাই ৮৪ বছরের নায়কের দেখভাল করেন কাজের লোক। শরীর খুব একটা ভাল নেই। এমনকী ঠিকমতো কথা বলতে পারেন না। তবু মোহনবাগান ক্লাব থেকে ডাক পেলে এখনও ছুটে যেতে চায় মন। কারণ এটাই যে তাঁর আসল বাড়ি। এই মাঠে পা রাখলেই যেন জীবনের শান্তি খুঁজে পান তিনি। চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে বল হাতে মাঠে নামছেন বাংলার ফুটবলারকে দিয়েছেন অনেক কিছু। সেই তুলনায় প্রাপ্তি হয়তো তেমন কিছুই নয়। এমনকী প্রিয় ক্লাবকে বহু সাফল্য এনে দিলেও জোটেনি মোহনবাগান রত্ন পুরস্কার। ময়দানের সঙ্গে এখন কয়েক মাইলের মানসিক দূরত্ব। একটু অভিমানীও বটে। ময়দান কি ভুলে গেল শুভাশীস গুহকে।

সাংহাই মাস্টারর্সে ফ্যাবিও ফগনিনিকে ৬-৩, ৬-১ সেটে হারিয়ে উচ্ছ্বসিত রাফায়েল নাদাল।

ওএনজিসিকে হারিয়ে গভর্নর্স কাপের ফাইনালই পাখির চোখ মোহনবাগানের

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারার দুঃখ ভুলতে চায় মোহনবাগান সিকিম গভর্নর্স গোল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে। প্রথম ম্যাচে টিবেটিয়া এনসিকে ক্রোমার গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে মোহনবাগান। শেষ মুহূর্তের গোলে জয় পেলেও বেশ চমনে সবুজ-মেরুন শিবির।

আজ গ্যাংটকের পালজোর স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালে ওএনজিসি'র মুখোমুখি সবুজ-মেরুন ব্রিগেডও। জাপানি মিডফিল্ডার ইউতা নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিলেও তাঁকে সেমিফাইনাল ম্যাচে না খেলানোর ভাবনা মোহনবাগান কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তীর। সেমিফাইনালে ম্যাচে খেলতে নামার আগের দিন সবুজ-মেরুন শিবিরের কোচ বলেন, ইউতাকে খেলানোর ঝুঁকি নিচ্ছে না। সুস্থ হলে ওকে ফাইনালে খেলোনোর পরিকল্পনা রয়েছে। ইউতার জায়গায় সৌরভ কিবো রেইনাদের মধ্যে একজনকে ব্যবহার করতে পারি দিয়েগোর পাশে।

এমনকী মহমেডান থেকে আসা শেখ ফৈয়াজকেও মাঠে নামানোর ভাবনা রয়েছে আমার। বাগান জার্সিতে সড়গড় করতে মহমেডানের হয়ে ভাল খেলা রানা ঘরামিকে স্টপার অধিনায়ক কিংগুক দোনাফের সঙ্গে খেলানোর ভাবনা রয়েছে। আসলে এই টুর্নামেন্টটা যেমন জেতা জরুরি, তেমন নতুনদের দেখে নেওয়া দরকার ম্যাচ সিচুয়েশনে। আই লিগের দল গোছাতে সুবিধে হবে তাতে। প্রতিপক্ষ ওএনজিসি সম্পর্কে খুব একটা ধারণা নেই মোহনবাগান কোচ শঙ্করলালের। তাই প্রথম ১৫ মিনিট প্রতিপক্ষকে দেখে নিয়ে আক্রমণে গিয়ে গোল করানোই লক্ষ্য বাগান কোচের। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মোহনবাগান কোচ গোলের জন্য তাকিয়ে রয়েছেন ক্রোমা, ডিপান্ডা, দিয়েগোর দিকে। এখন দেখার কলকাতা লিগের ব্যর্থতা ভুলে মোহনবাগান আই লিগের আগে সিকিম গভর্নর্স গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে কি না।

স্যাঞ্চোকে ঘিরেই কাপ জয়ের স্বপ্ন ইংল্যান্ডের

স্টাফ রিপোর্টার: কথায় আছে, রাখে হরি মারে কে? সত্যিই, ভাগ্য সহায় হলে যে, যখন তখন কপাল খুলতে পারে, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবলার স্যাঞ্চো। তবে ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে লাগে কঠিন পরিশ্রম, সেটাও যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল ডেভিড বেকহ্যামের দেশের খুঁদে ফুটবলারটি। প্রথম দুটি ম্যাচেই নজরকাড়া পারফরম্যান্স ছিল জ্যাডন স্যাঞ্চোর।

জার্মানির প্রথম সারির ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের এই মিডফিল্ডারকে ছাড়তে রাজি হয়নি ক্লাব। শুধুমাত্র গ্রুপ লিগের তিনটি ম্যাচের জন্যই ভারতে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাকে। অবশ্য কোনও তাকে ছাড়তে রাজি ছিল না ক্লাব, তা দুটি ম্যাচে প্রত্যক্ষ করল বিশ্ববাসী। অনূর্ধ্ব ১৭'র এই মিডফিল্ডারের খেলা কিবো শরীরী ভাষা দেখলে বোঝার উপায় ছিল না, যে সে যুব দলের সদস্য। গোটা ম্যাচে অসাধারণ পারফরম্যান্সের

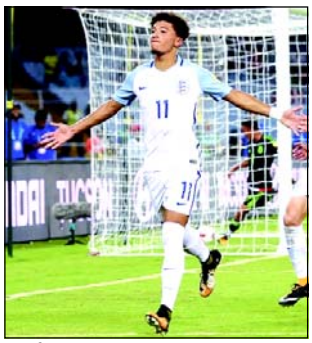

পাশাপাশি স্যাঞ্চোর নামের পাশে জ্বলজ্বল করছিল জোড়া গোল। দুটি ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে শুধুই ম্যাচের সেরা নয়, এমনকি ইংল্যান্ডের সিনিয়র দলেও ডাক পেয়ে গেছেন বছর সতেরোর স্যাঞ্চো। তাই যুব বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হতে ব্রিটিশদের ভরসার নাম অবশ্যই স্যাঞ্চো।

বিশ্ব জয় করতে চান ইরাকের মহম্মদ ইয়াসিনের

স্টাফ রিপোর্টার: কখনও সেনাবাহিনীর ভারী বুটের আওয়াজ। কখনও বা একে-৪৭ থেকে ধেয়ে আসা গুলিতে লুটিয়ে পড়া লাশ। এসব দেখেই অভ্যস্ত একটা দেশের ফের ফুটবলের মূলস্রোতে ফিরে আসার লড়াই। রক্তাক্ত অনুভূতি ম্লান করে ফুটবলপ্রেমে আচ্ছন্ন হাওয়ার লড়াই। গোলাগুলি-হত্যালীলায় ক্লান্ত এক দেশকে আবার টাচ পাস স্কিলের দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনার স্বপ্নে ব্রতী বাচ্চা এক ছেলে। মহম্মদ দাউদ ইয়াসিনের কাঁধে ভর করে করেই যে স্বপ্ন দেখছে গোটা ইরাক। হলই না হয় যুব বিশ্বকাপ। ফুটবলের এই বিশ্বযুদ্ধ থেকেই যে হাসতে মরিয়া আস্ত একটা দেশ। ভারত কোনও অচেনা দেশ নয় মহম্মদ দাউদের কাছে। কলকাতায় আগে আসা হয়নি।

তবে গত বছর গোয়ায় এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে এসে রীতিমতো ভারতের প্রেমে পড়ে গিয়েছে বছর ১৬'র এই ইরাকি স্ট্রাইকার। সেবার ওই টুর্নামেন্টে গোয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট' নির্বাচিত হওয়াই শুধু নয়, সেমিফাইনালে জাপানের বিরুদ্ধে এই দাউদের হ্যাটট্রিক ভোলেনি ফুটবল বিশ্ব। সল্টলেক সাই কমপ্লেক্সে অনুশীলন করছে ইরাক দলটি। সেখানে দাঁড়িয়েই নিজের অন্যতম দুটি ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিল দাউদ। যুব বিশ্বকাপ জেতা আর শাহরুখের সঙ্গে একটু দেখা করা। একটা সেলফি হলেও ভাল। লাজুক ছেলেটির কথায়, ইরাকে একটি চ্যানেল আছে যারা ভারতের ছবিগুলি ওখানকার ভাষায় টেলিকাস্ট করে। শাহরুখের অদ্ভক্ত দাউদ। তাই সে ক্রিকেটও দেখে। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে সাপোর্টও করে।

প্রথম ম্যাচে মেক্সিকো বিরুদ্ধে একটি গোল করার পর দ্বিতীয় ম্যাচে চিলির বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে দেশকে জয় এনে দিয়েছেন দাউদ। তবে এখানেই থেমে থাকতে রাজি নন তিনি। বরং প্রথম দুটি ম্যাচের মতো বাকি ম্যাচেও গোল করে ইরাককে যুব বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন করাই লক্ষ্য দাউদের।

প্রকাশক এবং মুদ্রক ডি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষ লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস্ লাহা* (পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).